সবাকচিত্র শিল্প প্রাঃ লিঃ-এর

হারানো সুর

পরিচালনা · সলিল সেন

সবাক চিত্রশিল্প প্রাঃ লিঃ-এর নিবেদন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

উত্তম-সুচিত্রা
অভিনীত

হার মানা হার

চিত্রনাট্য সংলাপ-পরিচালনা
সলিল সেন

সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত। চলচ্চিত্রায়ণ : অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা। সহকারী : শান্তি গুহ। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, অনিল দাশগুপ্ত। সহকারী : সোমেন চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ (বহির্দৃশ্যে) : দেবেশ ঘোষ, প্রবীর মিত্র। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সহকারী : বলরাম বারুই। শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সহকারী : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী। সহকারী : শশাঙ্ক সান্যাল। দৃশ্যপট : জগবন্ধু সাউ। সম্পাদক : রবীন দাশ। সহকারী : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার। নায়িকার রূপসজ্জায় : হাসান জামাল। সহকারী : শম্ভু দাস, পঞ্চু দাস।

কণ্ঠসঙ্গীতে : মান্না দে আরতি মুখোপাধ্যায়। গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত। আলোক-সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট হালদার, অনিল পাল, প্রভাত ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ, সুনীল, রামদাস, কাশী, হংসরাজ। দৃশ্য-নির্মাণ : পঞ্চু, মনি, কালাচাঁদ, গোপাল, ননী, দ্বিজ, সুনীল বসু, মহম্মদ, রাধানাথ নায়েক, বর্জু সম্পৎ, দ্বিজবর, বেণু, দিবাকর, বাবুলাল, তমেশ্বর, চিরজীব, রাজারাম।

।। সর্বাধ্যক্ষ : প্রণব বসু ।।

রূপায়ণে : পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণ কুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ছায়া দেবী, কনিকা মজুমদার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, শমিতা বিশ্বাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেনশর্মা, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, শিবানী বসু, গীতা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণময় লাহিড়ী, মিণ্টু চক্রবর্ত্তী, সুনীতি কুমার দত্ত, কালিপদ মল্লিক, কাজী এনামেল হক, মোল্লা হবিবুল্লা, অজিত চট্টোপাধ্যায় (ছোট), অনু দত্ত, বাবুয়া, রাজা, জমিদার, রিণ্টু, নু, পার্থ, পার্থপ্রতিম, সুপ্রিয়, স্বপন, উৎপল, আপেল, জুয়েল, তন্ময়, ভাস্কর, তমাল, অশোক, জয়ন্ত, সুদীপ্ত। প্রচার পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। পরিচয় লিখন : নিতাই বসু। সাজ-সজ্জা : দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। সহকারী : কেদার শর্মা। প্রধান কর্মসচিব : মহাদেব সেন। ব্যবস্থাপনা : প্রলয় কুমার ধর। সহকারী : বিজয় দাস, সুধীর ঘোষ। পরিচালনা সহকারী : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : পরিমল দাশগুপ্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সত্যনারায়ণ খাঁ, হস্পিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্স প্রাঃ লিঃ, জগৎবল্লভপুর গ্রামবাসী, প্রসাদ।

পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী মজুমদার, ফণী সরকার।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর টেকনিসিয়ান স্টুডিও-তে গৃহীত।

।। বিশ্ব পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিঃ ।।

মুদ্রনে : দি প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

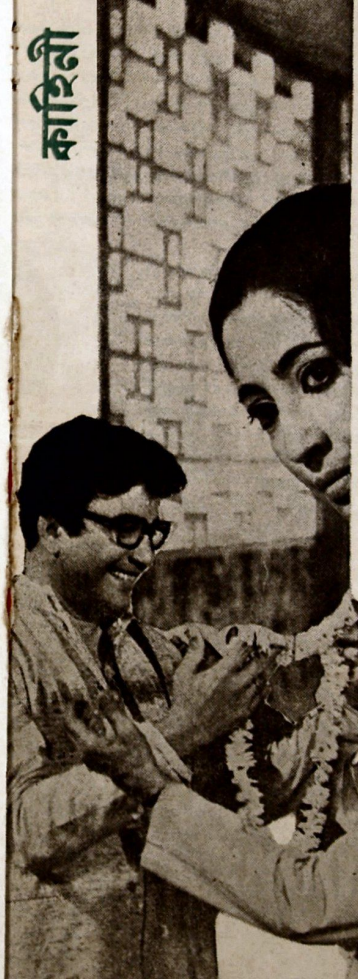

কাহিনী

নীরার বিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব এঁটেছিল তার আত্মীয় স্বজনদের কেউ কেউ। নীরার নামে যে প্রচুর সম্পত্তি তাঁদের কাছে গচ্ছিত ছিল তা ভোগদখল করার সেই ছিল পরম সুযোগ। একবার-বিবাহিত একটি লম্পট চরিত্রের পাত্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থার পরিণতি ঘটলনা শুধু পাত্রের হতভাগিনী স্ত্রীর বিয়ের আসরে আবির্ভাবে। বিয়ের আসর থেকে পালাল নীরা। পলাতকার আশ্রয় মিলল এক আত্মভোলা বৃদ্ধ, শিল্পীর বাড়ীতে। নাম তাঁর শিবনাথ। শিবনাথ তাকে শুধু থাকার সুযোগ দিলেন না, পড়ারও সুযোগ দিলেন।

নীরা শিবনাথের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। সে শিবনাথ দাদুকে একটি চাকরী যোগাড় করে দেওয়ার জন্যে বার বার মনে করিয়ে দেয়।

এমনি সময়ে সেখানে ঝড়ের মত দেখা দিল বিনো সেন। শিবনাথের অতি পরিচিত আর একজন আপনভোলা সদানন্দময় শিল্পী যে নিজের সম্পত্তি ও প্রেরণায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। নীরা সেই আশ্রমে পেল একটি চাকরী, নতুন আশ্রয়। আর পেল শিল্পী বিনো সেনের প্রশ্রয়।

আশ্রমে হেড মাষ্টার চারুবাবু আশ্রমের জন্য বরাদ্দ অর্থের অপচয় করে চলেছিলেন আর অনিমাদি, কমলাদি প্রভৃতি নীরার সহকর্মীরা এই আশ্রমের ব্যাপারে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের একটি দুস্তর বেষ্টনী সৃষ্টি করেছিল। এই নির্মম ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নীরা আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল। বিনো সেন বুঝলেন, তার স্বপ্নকে নীরা পারবে সফল করে তুলতে।

বিনো সেন নিশ্চিন্ত মনে মহাশ্বেতাকে নিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করলেন। কাদম্বিনীর উপনায়িকা মহাশ্বেতা, দুঃখী রিক্ত মহাশ্বেতাকে নীরাও সহ্য করতে চায় না। বিচ্ছেদে নয়, বিষণ্ণতায় নয় বিনো সেন এমন কিছু আঁকুক যা প্রেরণাময় যা নতুন জীবনের আলোকপথবাহী। শিল্পী বিনো সেনের মধ্যে চমক জাগল। তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তাঁর একাকী নিঃসঙ্গ জীবন আজ নীরার প্রচ্ছন্ন নির্দ্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। বিনো সেনের জীবনে এল নতুন স্বাদ।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মান জানাতে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করল নীরা। বিনো সেন অভিভূত হল। শিশুর দল প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে আনন্দ হুল্লোড়ে মেতে উঠল। সেই আনন্দের মাঝখানে ফিরে এল প্রতিমা। প্রতিমা শিশুদের মা মণি হয়ে আশ্রমেই থাকতেন ইতিপূর্বে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল।

নীরার ব্যক্তিত্ব ও ছেলেদের ওপর তার আধিপত্য দেখে প্রতিমা ঈর্ষান্বিত হল। বিনো সেনের উৎসাহে নীরার লেখাপড়া থামেনি। পরীক্ষা দিতে সে কলকাতায় শিবনাথ দাদুর ওখানে গেল। কিন্তু আশ্রমে ফিরে এসে সে অনুভব করল কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে। বিনো সেনের সঙ্গে নীরার কতখানি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রতিমা তাই নিয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বিনো সেনের সঙ্গে যদি প্রতিমার কোনো বোঝাপড়া থাকে তাহলে, নীরাকে নিয়ে এই সন্দেহের তিক্ততা বাড়িয়ে তোলা অনুচিত। বিনো সেন ও নীরাকে নিয়ে আশ্রমে অনেক রসালাপ হয়। নীরা চায় বিনো সেনের সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু কোথায় বিনো সেন, ঘর খালি। কিন্তু ঘরে রয়েছে বিনো সেনের আঁকা নীরার সদ্য সমাপ্ত একটি ছবি। যেন বিনো সেনের গোপন ভালবাসার প্রতীক, নীরার মনের গোপন কামনা যেন তার ছবির কাছে ধরা পড়ে যায়।

বিনো সেন খবর দেয় শিবনাথ জানিয়েছে নীরা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। নীরার এই সাফল্যে একটি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। প্রতিমা বিনো সেনের এ ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার আসেন। তিনি বলেন প্রতিমার অসুস্থতা দেহের চেয়ে বেশী মনের।

নীরার জন্যে আনন্দ অনুষ্ঠানে বিনো সেন মাতিয়ে তোলে সকলকে। নীরার মনেও রং ধরে। নীরাকে নিজের আঁকা ছবিটা উপহার দিতে গিয়ে বিনো সেন দেখেন ছবিটিতে কে কালো রং লেপে দিয়েছে। প্রতিমা যে এই দুস্কৃতির জন্যে দায়ী সেকথা বিনো সেনের বুঝতে দেরী হয় না। কিন্তু প্রতিমা তখন ক্ষেপে গেছে। কিছু খাচ্ছে না, বাধ্য হয়েই বিনো সেনকে লিখে দিতে হয় যে প্রতিমাকে সে ভালবাসে।

বিদেশে গিয়ে নীরার পড়ার ব্যবস্থা করেছে বিনো সেন। পড়ার খরচ বাবদ নিজের শেষ সম্বল সব টাকা তুলে দিল নীরার হাতে। অভিভূত নীরা বিনোর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আশীর্বাদ স্বরূপ বিনো সেন নীরার খোঁপায় এক গুচ্ছ ফুল পরিয়ে দিল। নীরা ভাবে এ শুধু আশীর্বাদ নয়, এযেন প্রেমের স্বাক্ষর।

বিদেশে যাওয়ার বিদায় মুহূর্তে বিনো সেনকে না দেখে নীরাই গেল তার ঘরে। গিয়ে দেখে নিলিপ্ত শিল্পীর চোখে জল। লুকাবার তার কোনো উপায় নেই। নীরা সামলাতে পারে না, ধরা দেয় বিনো সেনের আলিঙ্গনে। সেই মুহূর্তে উপস্থিত হয় প্রতিমা দেখায় প্রতিমার প্রতি ভালবাসার অঙ্গীকার বিনো সেনের লেখা কাগজ। নীরার মনের জ্বালা ধরে যায়। বিনোকে অপমান করে তার মাথায় দুরপনের কলঙ্ক আর বিদ্রূপ চাপিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য আশ্রম ছেড়ে চলে যায় নীরা।

তারপর.....

(১)

এসেছি আমি এসেছি
দূর থেকে বহু দূরে
পথে পথে ঘুরে ঘুরে
এসেছি আমি এসেছি ॥
কী আনন্দ এই বসন্ত
আজ তোমারই এ কুঞ্জের দ্বারে,
তুমি দাও সাড়া দাও
এসে নাও ডেকে নাও—
কেন বসে আছ বন্ধ দ্বারে ॥
পর পর মালা পর
সাজো জামারই এ পুষ্প হারে।
চেয়ে দেখ দিগন্ত জুড়ে
কতো পাখী যায় উড়ে,
ঘুরে ঘুরে বহু দূরে
ওরা ডাকে তোমারে আমারে ॥
আমি খুশীর দুরন্ত ঝড়ে
ছুটে আসি এ আসরে,
মন ভরে—আলো করে,
বাঁধ ভাঙা প্রাণেরি জোয়ারে ॥

(২)

তোমার দেহের ভঙ্গীমাটি
যেন বাঁকা সাপ,
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে রাখো
যৌবনেরি ছাপ ॥
আমি বেদের মতো সম্মোহিত,
আশার হৃদয় আলোকিত—
তোমায় ধরার ইচ্ছেটুকু
উঠছে ধাপে ধাপ ॥

তোমার সন্ধানী চোখ
ভরা যে সন্দেহে
জানি না কি আগুন তোমার
সর্ব্বনাশী দেহে ॥
কাছে গেলেই তুমি হও উদাত্ত
বোঝ না প্রেম—বিষ বোঝ মত,
তোমার হৃদয় ভরা শুধু
শীতের নিরুত্তাপ ॥

(৩)

এসেছি আলাদিন ছু—উ—উ—উঃ
ছু মন্তর—মন্তর—তন্তর
লজেন্স চকলেট কি চাই বল (তোমরা)
যা চাই পাবে উপাটপ খাবে
দিল্লীকা লাড্ডু—ঘোড়ার ডিম
বল—এক—দুই—তিন ॥
হেই চোখ খুলে যে হঠাৎ দেখি আশ্চর্য্য প্রদীপ
এই আমি সেই আলাদিন খুশীতে রঙ্গীন।
আলাদিন—আলাদিন রাতকে করি দিন
কল্পনায় যা ছিল চোখে দেখনি কোনদিন।
আলাদিন—আলাদিন
আরে আনতে পারি সূর্য্যটাকে একপলকে নামিয়ে
ছউ—উ—স্—
চলবেনা পৃথিবীটা আর ধমকে দিলে থামিয়ে।
হয় না কারো গুনতে কথা—সবচেয়ে স্বাধীন।
আলাদীন ॥
হেই একটি রাতের বাদশা হ'তে কেউ যদি চাও এখুনি
তুমি—তুমি—
এক তুড়িতেই জীন দেখে সব ধরবে বুকে কাঁপুনি।
চাইব যা তাই করতে হাজির বলবে হুকুম দিন ॥
আলাদিন।

(৪)

আমি যেন তারি
আলো হ'তে পারি
আরো পথ পাড়ি
দিতে যেন পারি ॥
আমি যেন তারি
আলো হ'তে পারি
সূর্য্যের সঙ্কেত পেলে
আরো পথ পাড়ি
দিতে যেন পারি
দুঃখের পৃথিবীকে ফেলে ॥

ঘুমন্ত ফুলেদের জাগিয়ে তুলে
সাত রঙে রঙ করি পাখড়ি খুলে,
যেন সারা বেলা—সুগন্ধ মেলা
বাতাসের বুক ভরে দিই ঢেলে ॥
আরো যেন খুশী থাকি
আরো যেন হাসি
সব সঙ্কোচ ভেঙে আরো কাছে আসি।
মন থেকে সন্দেহ ভয় তাড়িয়ে—
বন্ধুর হাত ধরি-হাত বাড়িয়ে,
শুধু ভালবাসা
করি যেন আশা
ভাগ্য কিছু দিতে এলে ॥

(৫)

এই আকাশ নতুন বাতাস নতুন
সবি তোমার জন্য।
চোখে নতুন চাওয়া দিয়ে করলে আমায় ধন্য ॥
যেদিকে তাকাই মনে হয় তাই
পুরোনো এই পৃথিবীটা অনেক যেন অন্য।
ভালো লাগার পরিধি আজ সীমানা হীন,
বহু রাত্রি পেরিয়ে এল দিনের মত দিন।
সারাটি সময় শুধুই মনে হয়—
সবার মাঝে ছড়ালো কে—প্রাণেরই তারুণ্য ॥

(৬)

আ—আ—আ—
লেখা পড়া শিকেয় তুলে
বেশতো ছিলাম বাউণ্ডুলে,
সবকটা পাশ করলে তোমার—
নেই যে তুলনা,
দোহাই তোমায় আমায় আবার
পড়তে বোলোনা ॥
তোমাকে অবাক চোখে
দেখে আজ অনেক লোকে,
আমিও তাকিয়ে দেখি—
সেই তুমি আজ নতুন তুমি
তাও কি বোঝ না ?
দোহাই তোমায় নতুন হয়েও
বদলে যেওনা ॥
জীবনের সব খাতাতেই
যা কিছু পরীক্ষাতে—
ভালো হো'ক সব বিষয়ে
কামনা এই করি শুধু,
অন্য কিছু না।

উত্তম·অপর্ণা

অভিনীত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রচিত

আলোর ঠিকানা

পরিচালনা

বিজয় বসু

প্রতিভা ক্রিয়েসন্সের

বিমল মিত্র রচিত

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌমিত্র·অপর্ণা

পরিচালনা·সলিল দত্ত

সঙ্গীত·মান্না দে

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

সরকার ফিল্মসের

সোনার খাঁচা

উত্তম·অপর্ণা

নির্মল·সুব্রতা

কণিকা প্রভৃতি

পরিচালনা·অগ্রদূত

সঙ্গীত·বীরেশ্বর সরকার

জাহ্নবী চিত্রমের নিবেদন

সমরেশ বসু রচিত

ছুটির ফাঁদে

শ্রেঃ উত্তমকুমার

পরিচালনা·সলিলসেন